ঢাকা টাইমস, ২৩ মার্চ ২০০২

জনগণের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার রক্ষায় সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ: স্পিকার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকাটাইমস

দেশের জনগণের মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সুরক্ষায় বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। তিনি বলেছেন, যে কোনো উন্নয়নের জন্য মানবাধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টায় রাজধানীর ইস্কাটনে অবস্থিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) অডিটোরিয়ামে আয়োজিত জাতীয় মানবাধিকার বিষয়ক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন স্পিকার।

১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ভাষণটির কথা উল্লেখ করে শিরীন শারমিন বলেন, ‘বাংলাদেশের সংগ্রামই সর্বজনীন ন্যায় ও শান্তির সংগ্রামের প্রতীক। তাই স্বভাবতই বাংলাদেশ সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াবে।’

স্পিকার বলেন, যে কোনো উন্নয়নের জন্য মানবাধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা ছাড়া ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও মানবাধিকারের রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। আর আমরা তথা বাংলাদেশ মানবাধিকারকে যেমন সুরক্ষা দেয়, তেমনি প্রমোটও করে। মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সব সময়, সব অবস্থায় প্রস্তুত।

তিনি বলেন, প্রতিটি মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে। আর তার জন্মগত অধিকার কখনোই হরণ করা যাবে না। বিশেষ করে কোনো নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া মানুষের মানবাধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। এছাড়া আমাদের সংবিধানও মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে। বঙ্গবন্ধু মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করেছেন এবং

মানবাধিকার সুরক্ষায় সর্বদা উদার ছিলেন। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও মানবাধিকার সুরক্ষাকে সবার ওপরে গুরুত্ব দেন। তাইতো রোহিঙ্গারা যখন নিজ দেশে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তখন বাংলাদেশ তাদের আশ্রয় দিয়েছে, যা মানবাধিকার রক্ষায় বিশ্বের বুকে এক অনন্য নিদর্শন। জনগণের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বহুমাত্রিক নেতৃত্বে মানবাধিকার, মানুষের মর্যাদা, আইনের শাসন, বৈষম্যহীনতা ও সাংবিধানিক সরকার বজায় রাখতে ২০০৯ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয় বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

সেমিনারে অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম ও সাবেক চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান।

নাছিমা বেগম তার বক্তব্যে বলেন, ‘প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দেশের সব মানুষের মানবাধিকার সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।’

তিনি আরও বলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৌলিক মানবাধিকার উন্নয়নে বাংলাদেশের কর্মদক্ষতা বিশ্বব্যাপী প্রশংসা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ লিঙ্গসমতায়নে দক্ষিণ এশিয়ায় পরপর সাতবার শীর্ষস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে বলেও দাবি করেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান।

বুধবার জাতীয় মানবাধিকারের ওই সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্রাটেজিক স্ট্যাডিজ (বিআইআইএসএস)-এর চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন। সেমিনারের শেষ পর্যায়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা শিক্ষার্ত্রীদের কাছ থেকে মানবাধিকার বিষয়ে আসা বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সাবেক চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান।

https://www.dhakatimes24.com/2022/03/23/255139/%E0%A6%9C%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0

ভোরের আকাশ, ২৩ মার্চ ২০২২

বাংলাদেশে মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন বঙ্গবন্ধুস্পিকার :
কূটনৈতিক প্রতিবেদক

জনগণের মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ১৯৭২ সালে বিশ্বসেরা সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এসব কথা বলেছেন।

বুধবার (২৩ মার্চ) 'হিউম্যান রাইটস ইন দ্য টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি: রেটরিক অ্যান্ড রিয়েলিটি' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

সেমিনারটির আয়োজন করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস)।

ড. শিরীন শারমিন বলেন, বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছেন তাতে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে। এতে বেঁচে থাকার অধিকার, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, নারী-পুরুষ সমানাধিকার, শিশুদের অধিকার, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং কৃষক-শ্রমিকের উন্নয়নসহ সবকিছুই সন্নিবেশিত আছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে, যেখানে তাদের নিজ দেশে তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অনেক সংগ্রাম করেছেন। এ দেশের মানুষের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তার সংগ্রাম বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত।

জাতীয় সংসদের স্পিকার বলেন, ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর ‘জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯’-প্রণয়ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকার ইতোমধ্যে কমিশনকে শক্তিশালী করতে কমিশনের জনবল ও বাজেট বরাদ্দ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছে।

তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থায় মানবাধিকারের ক্ষেত্রটি বৈচিত্রময় ও সুবিস্তৃত হয়েছে। মানবাধিকারের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত, যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। জন্মের পর থেকেই মানুষ মানবাধিকারগুলো অর্জন করে থাকে।

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাসিমা বেগম বলেন, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মানবাধিকার সুরক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সংবিধান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি বলেন, মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, সবার। মানবাধিকার সম্পর্কে সবাইকে জানতে হবে ও ভূমিকা রাখতে হবে। করোনার কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান বলেন, যদিও বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লঙ্ঘন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে, তবুও বাংলাদেশ মানবাধিকার সুরক্ষায় উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) এর চেয়ারম্যান কাজী ইমতিয়াজ হোসেন বলেন, মানবাধিকার বিষয়ে যা বলা হয় এবং যেটি মেনে চলা হয়, সেটার মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে।

https://www.dailyvorerakash.com/national/2022/03/23/317228

The Daily Star, 24 March 2022

Rights, not charity

Speakers tell seminar on ensuring human rights

Staff Correspondent

Ensuring basic amenities should not be a state charity, rather it should be about ensuring the rights of citizens, said Prof Mizanur Rahman, former head of National Human Rights Commission (NHRC) yesterday.

He made the remarks at a seminar organised by Bangladesh Institute of International Strategic Studies.

"We don't want to live on charity. It should be the government's prime responsibility to turn their acts of charity into routine rights, which can be exercised by citizens," said Prof Mizan.

Shirin Sharmin Chaudhury, speaker of the national parliament, while speaking as chief guest, said respect for human rights is an essential condition for maintaining a peaceful global order. "We don't create human rights; they just exist. We only can recognise them. This is the crux of the issue," she said.

Aroma Dutta, member of the parliament, said from a rickshaw-puller to the president, all received the Covid-19 vaccine, which is a rare example of equality. "We must think of how to safeguard the rights of religious minorities and ethnic minorities."

Maj Gen Mohammad Maksudur Rahman, director general of BIISS, Chairperson Kazi Imtiaz Hossain, Nasima Begum, chairperson of NHRC, and Shubhash Wostey, senior protection officer of UNHCR, also spoke.

https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/rights/news/rights-not-charity-2989331

Sarabangla.net, 24 March 2022

৭২ এর সংবিধানে বঙ্গবন্ধু মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন: স্পিকার
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট ঢাকা

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেছেন, ১৯৭২ সালে বিশ্বসেরা সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন, সেই সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে। বেঁচে থাকার অধিকার, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, নারী-পুরুষ সমানাধিকার, শিশুদের অধিকার, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং কৃষক-শ্রমিকের উন্নয়নসহ সবকিছুই সন্নিবেশিত আছে বাংলাদেশের সংবিধানে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) এর উদ্যোগে বুধবার (২৩ মার্চ) রাজধানীর বিআইআইএসএস অডিটোরিয়ামে আয়োজিত 'হিউম্যান রাইটস ইন দ্য টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি: রেটরিক অ্যান্ড রিয়েলিটি' শীর্ষক হাইব্রিড সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে স্পিকার এ সব কথা বলেন।

স্পিকার বলেন, 'বাংলাদেশ মানবাধিকার সংরক্ষণে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে, যেখানে তাদের নিজ দেশে তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অনেক সংগ্রাম করেছেন। এদেশের মানুষের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তার সংগ্রাম বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯' প্রণয়ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকার এরইমধ্যে কমিশনকে শক্তিশালী করতে জনবল ও বাজেট বরাদ্দ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনার উপহার হিসেবে আশ্রয়ণ প্রকল্প, গুচ্ছগ্রামের মাধ্যমে ভূমি ও গৃহহীন অসহায় পরিবারের বসবাসের জন্য পাকা ঘর নির্মাণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অনন্য দৃষ্টান্ত।'

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, 'বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থায় মানবাধিকারের ক্ষেত্রটি বৈচিত্র্যময় ও সুবিস্তৃত হয়েছে। মানবাধিকারের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত, যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। জন্মের পর থেকেই মানুষ মানবাধিকারগুলো অর্জন করে থাকে। প্রতিটি দেশের সরকারের দায়িত্ব মানবাধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, টেকসই সামাজিক উন্নয়ন, মানবাধিকার যেন লঙ্ঘন না হয় ইত্যাদি বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক শান্তি নীতি মেনে চলার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা যাবে।'

বিআইআইএসএস-এর চেয়ারম্যান অ্যাম্বাসেডর কাজী ইমতিয়াজ হোসাইনের সভাপতিত্বে সেমিনারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাসিমা বেগম এনডিসি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিআইআইএসএস-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান সেমিনারে সূচনা বক্তব্য রাখেন।

সেমিনারে আরমা দত্ত এমপি, সিনিয়র হিউম্যান রাইটস অ্যাডভাইজার হুমা খান, প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান ও ইউএনএইচসিআর-এর সিনিয়র প্রটোকল অফিসার সুভাষ ওস্টি দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

https://sarabangla.net/post/sb-656343/

সমকাল, ২৩ মার্চ ২০২২

বঙ্গবন্ধু মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন: স্পিকার

সমকাল প্রতিবেদক

স্পিকার ডশিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন ., ১৯৭২ সালে বিশ্বসেরা সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। স্বাধীনতার পর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধুর দেওয়া সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে।

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড ষ্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ এর উদ্যোগে বুধবার (বিআইআইএসএস) রাজধানীর বিআইআইএসএস অডিটোরিয়ামে আয়োজিত 'হিউম্যান রাইটস ইন দ্যা টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি : রেটরিক এন্ড রিয়েলিটি' শীর্ষক হাইব্রিড সেমিনারে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

ডশিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন ., বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থায় মানবাধিকারের ক্ষেত্রটি বৈচিত্র্যময় ও সুবিস্তৃত হয়েছে। মানবাধিকারের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত, যা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। প্রতিটি দেশের সরকারের দায়িত্ব মানবাধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, টেকসই সামাজিক উন্নয়ন, মানবাধিকার যেন লঙ্ঘন না হয় ইত্যাদি বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক শান্তি নীতি মেনে চলার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা যাবে।

স্পিকার বলেন, বেঁচে থাকার অধিকার, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, নারীপুরুষের সমানাধিকার-, শিশুদের অধিকার, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং কৃষক-শ্রমিকের উন্নয়নসহ সবকিছুই সন্নিবেশিত রয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ মানবাধিকার সংরক্ষণে অঙ্গীকারবদ্ধ। নিজ দেশে রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলেও বাংলাদেশ তাদের আশ্রয় দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গনতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অনেক সংগ্রাম করেছেন। এদেশের মানুষের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তার সংগ্রাম বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত।

শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কমিশনকে শক্তিশালী করতে সরকার ইতোমধ্যে কমিশনের জনবল ও বাজেট বরাদ্দ এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করেছে। মুজিববর্ষ - উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে আশ্রয়ণ প্রকল্প, গুচ্ছগ্রামের মাধ্যমে ভূমি ও গৃহহীন অসহায় পরিবারের বসবাসের জন্য পাকা ঘর নির্মাণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অনন্য দৃষ্টান্ত।

বিআইআইএসএসএর চেয়ারম্যান এম্বাসেডর কাজী ইমতিয়াজ হোসাইনের সভাপতিত্বে সেমিনারে জাতীয় - মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাসিমা বেগম, বিআইআইএসএসএর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল - মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, আরমা দত্ত এমপি, সিনিয়র হিউম্যান রাইটস এডভাইজর হুমা খান, প্রফেসর ড . এর সিনিয়র প্রটোকল অফিসার সুভাষ ওস্টি বক্তব্য রাখেন।-মিজানুর রহমান ও ইউএনএইচসিআর

https://samakal.com/bangladesh/article/2203102915/বঙ্গবন্ধু-মৌলিক-মানবাধিকার-নিশ্চিত-করেছিলেন-স্পিকার

বণিক বার্তা, ২৪ মার্চ ২০২২

বাংলাদেশ মানবাধিকার সংরক্ষণে অঙ্গীকারবদ্ধ —স্পিকার

নিজস্ব প্রতিবেদক

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশ মানবাধিকার সংরক্ষণে অঙ্গীকারবদ্ধ। ১৯৭২ সালে বিশ্ব সেরা সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন, সেই সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের (বিআইআইএসএস) উদ্যোগে গতকাল রাজধানীর বিআইআইএসএস অডিটরিয়ামে আয়োজিত ‘হিউম্যান রাইটস ইন দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি: রেটরিক অ্যান্ড রিয়েলিটি’ শীর্ষক হাইব্রিড সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্পিকার এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বেঁচে থাকার অধিকার, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, নারী-
পুরুষের সমানাধিকার, শিশুদের অধিকার, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার,রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং কৃষক-শ্রমিকের উন্নয়নসহ সবকিছুই সন্নিবেশিত আছে বাংলাদেশের সংবিধানে।

https://bonikbarta.net/home/news_description/294408/বাংলাদেশ-মানবাধিকার-সংরক্ষণে-অঙ্গীকারবদ্ধ-—স্পিকার

Dhakapost.com
23 March 2022-03-24

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক

১৯৭২ সালে বিশ্বসেরা সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড .শিরীন শারমিন চৌধুরী।

বুধবার (২৩ মার্চ)রাজধানীর বিআইআইএসএস অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের উদ্যোগে আয়োজিত (বিআইআইএসএস)'হিউম্যান রাইটস ইন দ্যা টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি রেটরিক অ্যান্ড রিয়েলিটি :' শীর্ষক হাইব্রিড সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে তিনি এ কথা বলেন।

শিরীন শারমিন বলেন, '১৯৭২ সালে বিশ্বসেরা সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন, সেই সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে।'

তিনি বলেন, 'বেঁচে থাকার অধিকার, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, নারীপুরুষ সমঅধিকার-, শিশুদের অধিকার, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং কৃষক-শ্রমিকের উন্নয়নসহ সবকিছুই সন্নিবেশিত আছে বাংলাদেশের সংবিধানে।'

স্পিকার বলেন, 'বাংলাদেশ মানবাধিকার সংরক্ষণে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে, যেখানে তাদের নিজ দেশে তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অনেক সংগ্রাম করেছেন। এদেশের মানুষের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তার সংগ্রাম বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত।'

তিনি বলেন, '২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯' প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকার ইতোমধ্যে কমিশনকে শক্তিশালী করতে জনবল ও বাজেট বরাদ্দ এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করেছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার - হিসেবে আশ্রয়ণ প্রকল্প, গুচ্ছগ্রামের মাধ্যমে ভূমি ও গৃহহীন অসহায় পরিবারের বসবাসের জন্য পাকা ঘর নির্মাণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অনন্য দৃষ্টান্ত।'

মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক শান্তি নীতি মেনে চলার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা যাবে উল্লেখ করে ডশিরীন শারমিন বলেন ., ‘বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থায় মানবাধিকারের ক্ষেত্রটি বৈচিত্র্যময় ও সুবিস্তৃত হয়েছে। মানবাধিকারের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত, যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। জন্মের পর থেকেই মানুষ মানবাধিকারগুলো অর্জন করে থাকে। প্রতিটি দেশের সরকারের দায়িত্ব মানবাধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, টেকসই সামাজিক উন্নয়ন, মানবাধিকার যেন লঙ্ঘন না হয় ইত্যাদি বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে।’

বিআইআইএসএসএর চেয়ারম্যান এম্বাসেডর কাজী ইমতিয়াজ হোসাইনের সভাপতিত্বে সেমিনারে জাতীয় - মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাসিমা বেগম এনডিসি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন বিআইআইএসএস’র মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, সংসদ সদস্য অ্যারমা দত্ত, সিনিয়র হিউম্যান রাইটস এডভাইজর হুমা খান, প্রফেসর ডমিজানুর রহমান . ও ইউএনএইচসিআরের সিনিয়র প্রটোকল অফিসার সুভাষ ওস্টি।

https://www.dhakapost.com/national/105917

PrimeNewsbd.com
23 March 2022

বাংলাদেশে মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন বঙ্গবন্ধুস্পিকার :

ঢাকা জনগণের মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশ দৃঢ় : প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ১৯৭২ সালে বিশ্বসেরা সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

জাতীয় সংসদের স্পিকার ডশিরীন শারমিন চৌধুরী এসব কথা বলেছেন। .

বুধবার (২৩ মার্চ)'হিউম্যান রাইটস ইন দ্য টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিরেটরিক অ্যান্ড রিয়েলিটি :' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

সেমিনারটির আয়োজন করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ ।(বিআইআইএসএস)

ডশিরীন শারমিন বলেন ., বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছেন তাতে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে। এতে বেঁচে থাকার অধিকার, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, নারীপুরুষ সমানাধিকার-, শিশুদের অধিকার, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং কৃষকশ্রমিকের উন্নয়নসহ সবকিছুই সন্নিবেশিত আছে।-

তিনি বলেন, বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে, যেখানে তাদের নিজ দেশে তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অনেক সংগ্রাম করেছেন। এ দেশের মানুষের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তার সংগ্রাম বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত।

জাতীয় সংসদের স্পিকার বলেন, ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯'-প্রণয়ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকার ইতোমধ্যে কমিশনকে শক্তিশালী করতে কমিশনের জনবল ও বাজেট বরাদ্দ এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করেছে।-

তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থায় মানবাধিকারের ক্ষেত্রটি বৈচিত্রময় ও সুবিস্তৃত হয়েছে। মানবাধিকারের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত, যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। জন্মের পর থেকেই মানুষ মানবাধিকারগুলো অর্জন করে থাকে।

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাসিমা বেগম বলেন, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মানবাধিকার সুরক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সংবিধান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি বলেন, মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, সবার। মানবাধিকার সম্পর্কে সবাইকে জানতে হবে ও ভূমিকা রাখতে হবে। করোনার কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজএর মহাপরিচালক (বিআইআইএসএস) মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান বলেন, যদিও বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লঙ্ঘন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে, তবুও বাংলাদেশ মানবাধিকার সুরক্ষায় উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ এর চেয়ারম্যান কাজী (বিআইআইএসএস) ইমতিয়াজ হোসেন বলেন, মানবাধিকার বিষয়ে যা বলা হয় এবং যেটি মেনে চলা হয়, সেটার মধ্যে বড়ধরনের পার্থক্য রয়েছে।

http://www.primenewsbd.net/2022/03/23/বাংলাদেশে-মানবাধিকার-নিশ/

বাংলা ট্রিবিউন, ২৩ মার্চ ২০২২

বঙ্গবন্ধু দেশে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন: স্পিকার

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, ১৯৭২ সালে বিশ্বসেরা সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন।

বুধবার (২৩ মার্চ) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্টর‍্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) এর উদ্যোগে আয়োজিত 'হিউম্যান রাইটস ইন দ্য টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি: রেটরিক অ্যান্ড রিয়েলিটি' শীর্ষক হাইব্রিড সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে স্পিকার এসব কথা বলেন। সংসদ সচিবালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

তিনি বলেন, 'স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন, সেই সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে। বেঁচে থাকার অধিকার, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, নারী-পুরুষ সমানাধিকার, শিশুদের অধিকার, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং কৃষক-শ্রমিকের উন্নয়নসহ সবকিছুই সন্নিবেশিত আছে বাংলাদেশের সংবিধানে।'

স্পিকার বলেন, ''বাংলাদেশ মানবাধিকার সংরক্ষণে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে, যেখানে তাদের নিজ দেশে তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অনেক সংগ্রাম করেছেন। এদেশের মানুষের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তার সংগ্রাম বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯' প্রণয়ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকার ইতোমধ্যে কমিশনকে শক্তিশালী করতে কমিশনের জনবল ও বাজেট বরাদ্দ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে আশ্রয়ণ প্রকল্প, গুচ্ছগ্রামের মাধ্যমে ভূমি ও গৃহহীন অসহায় পরিবারের বসবাসের জন্য পাকা ঘর নির্মাণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অনন্য দৃষ্টান্ত।'

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, 'বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থায় মানবাধিকারের ক্ষেত্রটি বৈচিত্র্যময় ও সুবিস্তৃত হয়েছে। মানবাধিকারের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত, যা অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই। জন্মের পর থেকেই মানুষ মানবাধিকারগুলো অর্জন করে থাকে। প্রতিটি দেশের সরকারের দায়িত্ব মানবাধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, টেকসই সামাজিক উন্নয়ন, মানবাধিকার যেন লঙ্ঘন না হয় ইত্যাদি বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক শান্তি নীতি মেনে চলার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা যাবে।'

বিআইআইএসএস-এর চেয়ারম্যান অ্যাম্বাসেডর কাজী ইমতিয়াজ হোসাইনের সভাপতিত্বে সেমিনারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাসিমা বেগম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিআইআইএসএস-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান সেমিনারে সূচনা বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে আরমা দত্ত এমপি, সিনিয়র হিউম্যান রাইটস অ্যাডভাইজর হুমা খান, প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান ও ইউএনএইচসিআর-এর সিনিয়র প্রটোকল অফিসার সুভাষ ওস্টি দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

https://www.banglatribune.com/national/734861/বঙ্গবন্ধু-বাংলাদেশে-মৌলিক-মানবাধিকার-নিশ্চিত
ইত্তেফাক, ২৪ মার্চ ২০২২

বাহাত্তরে বিশ্বসেরা সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু মানবাধিকার নিশ্চিত করেন —স্পিকার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, ১৯৭২ সালে বিশ্বসেরা সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন, সেটিতে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে। বেঁচে থাকার অধিকার, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, নারী-পুরুষ সমানাধিকার, শিশুদের অধিকার, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং কৃষক-শ্রমিকের উন্নয়নসহ সবকিছুই সন্নিবেশিত আছে বাংলাদেশের সংবিধানে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস)-এর উদ্যোগে গতকাল বুধবার রাজধানীর বিআইআইএসএস অডিটোরিয়ামে আয়োজিত 'হিউম্যান রাইটস ইন দ্য টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি: রেটরিক অ্যান্ড রিয়েলিটি' শীর্ষক হাইব্রিড সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্পিকার এ কথা বলেন।

বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান অ্যাম্বাসেডর কাজী ইমতিয়াজ হোসাইনের সভাপতিত্বে সেমিনারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাসিমা বেগম এনডিসি বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান সেমিনারে সূচনা বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আরমা দত্ত এমপি, সিনিয়র হিউম্যান রাইটস অ্যাডভাইজর হুমা খান, প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান ও ইউএনএইচসিআরের সিনিয়র প্রটোকল অফিসার সুভাষ ওস্তি প্রমুখ।

কালের কন্ঠ, ২৪ মার্চ ২০২২

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রীর সংগ্রাম বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত : স্পিকার

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, ১৯৭২ সালে বিশ্বসেরা সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন সেই সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে। বেঁচে থাকার অধিকার, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, নারী-পুরুষ সমানাধিকার, শিশুদের অধিকার, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং কৃষক-শ্রমিকের উন্নয়নসহ সবকিছুই সন্নিবেশিত আছে বাংলাদেশের সংবিধানে।

বুধবার ''হিউম্যান রাইটস ইন দ্যা টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি : রেটরিক অ্যান্ড রিয়েলিটি'' শীর্ষক হাইব্রিড সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি।

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিআইআইএসএস-এর চেয়ারম্যান এম্বাসেডর কাজী ইমতিয়াজ হোসাইনের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাসিমা বেগম এনডিসি। বক্তৃতা করেন সংসদ সদস্য আরমা দত্ত, সিনিয়র হিউম্যান রাইটস অ্যাডভাইজর হুমা খান, প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান, ইউএনএইচসিআর'র সিনিয়র প্রটোকল অফিসার সুভাষ ওস্টি, বিআইআইএসএস'র মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান প্রমূখ।

সেমিনারে স্পিকার বলেন, বাংলাদেশ মানবাধিকার সংরক্ষণে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে, যেখানে তাদের নিজ দেশে তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গনতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অনেক সংগ্রাম করেছেন। এদেশের মানুষের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তার সংগ্রাম বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯' প্রণয়ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকার ইতোমধ্যে কমিশনকে শক্তিশালী করতে কমিশনের জনবল ও বাজেট বরাদ্দ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে আশ্রয়ণ প্রকল্প, গুচ্ছগ্রামের মাধ্যমে ভূমি ও গৃহহীন অসহায় পরিবারের বসবাসের জন্য পাকা ঘর নির্মাণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অনন্য দৃষ্টান্ত।

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থায় মানবাধিকারের ক্ষেত্রটি বৈচিত্র্যময় ও সুবিস্তৃত হয়েছে। মানবাধিকারের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত, যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। জন্মের পর থেকেই মানুষ মানবাধিকারগুলো অর্জন করে থাকে। প্রতিটি দেশের সরকারের দায়িত্ব মানবাধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, টেকসই সামাজিক উন্নয়ন, মানবাধিকার যেন লঙ্ঘন না হয় ইত্যাদি বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক শান্তি নীতি মেনে চলার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা যাবে।

Source: https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/03/23/1131640

যুগান্তর, ২৪ শে মার্চ ২০২২
বিআইআইএসএসের হাইব্রিড সেমিনার
মানবাধিকার লঙ্ঘন মিয়ানমারের প্রশংসিত বাংলাদেশ

রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে মিয়ানমার সেনাবাহিনী চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। অন্যদিকে, রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ মানবাধিকারের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন বাংলাদেশ মানবাধিকার রক্ষায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ অনুকরণীয় ভূমিকা পালন করছে। এসব মানবিক কার্যক্রমের জন্য জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বাংলাদেশ উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত হাইব্রিড সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। রাজধানীর বিআইআইএসএস অডিটোরিয়ামে বুধবার 'হিউম্যান রাইটস ইন দ্য টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি : রেটরিক অ্যান্ড রিয়েলিটি' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম। এতে সভাপতিত্ব করেন বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান।

সেমিনারের কর্ম অধিবেশনে বক্তব্য দেন জাতিসংঘের জ্যেষ্ঠ মানবাধিকার উপদেষ্টা হুমা খান, মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্সের পরিচালক অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারের জ্যেষ্ঠ সংরক্ষণ কর্মকর্তা সুভাস ওস্তেই ও সংসদ সদস্য অ্যারোমা দত্ত।

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, ১৯৭২ সালে বিশ্বসেরা সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন, সেই সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে। তিনি বলেন, বেঁচে থাকার অধিকার, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, নারী-পুরুষের সমানাধিকার, শিশুদের অধিকার, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও কৃষক-শ্রমিকের উন্নয়নসহ সবকিছুই সন্নিবেশিত আছে বাংলাদেশের সংবিধানে। স্পিকার বলেন, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থায় মানবাধিকারের ক্ষেত্রটি বৈচিত্র্যময় ও সুবিস্তৃত হয়েছে।

নাছিমা বেগম বলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৌলিক মানবাধিকার উন্নয়নে বাংলাদেশের কর্মদক্ষতা বিশ্বব্যাপী প্রশংসা অর্জন করেছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের মতে, বাংলাদেশ লিঙ্গ সমতায়নে দক্ষিণ এশিয়ায় পরপর সাতবার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। কাজী ইমতিয়াজ হোসেন বলেন, উন্নয়নশীল দেশ হওয়া সত্ত্বেও মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে বাংলাদেশ সফলতা ধরে রাখতে পেরেছে। যদিও বাংলাদেশ ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশন ও ১৯৬৭ সালে শরণার্থী বিষয়ক প্রটোকল স্বাক্ষর করেনি। তবুও মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা দশ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে।

'ন্যাশনাল পার্লামেন্ট' ব্যবহার ভুল: এদিকে আলোচনায় অংশ নিয়ে এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেন, আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রকৃত নাম সংবিধানে উল্লেখ আছে। 'ন্যাশনাল পার্লামেন্ট' হতেই পারে না। এটি ভুল। সংবিধানে বলা আছে 'জাতীয় সংসদ' ও ইংলিশে বলা আছে 'হাউজ অব দি নেশন'। অনুষ্ঠান শেষে স্পিকারের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'সংবিধানে বলা আছে হাউজ অব দি নেশন।' প্রসঙ্গত, অনুষ্ঠানে শিরীন শারমিন চৌধুরীর পরিচয় হিসাবে ব্যানারে লেখা ছিল 'স্পিকার, ন্যাশনাল পার্লামেন্ট'।

https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/533830/মানবাধিকার-লঙ্ঘন-মিয়ানমারের-প্রশংসিত-বাংলাদেশ

খোলা কাগজ, ই-পেপার
২৪ শে মার্চ ২০২২
বঙ্গবন্ধু দেশে মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন: স্পিকার

১৯৭২ সালে বিশ্বসেরা সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

বুধবার (২৩ মার্চ) রাজধানীর বিআইআইএসএস অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের (বিআইআইএসএস) উদ্যোগে আয়োজিত 'হিউম্যান রাইটস ইন দ্যা টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি : রেটরিক অ্যান্ড রিয়েলিটি' শীর্ষক হাইব্রিড সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে তিনি এ কথা বলেন।

শিরীন শারমিন বলেন, '১৯৭২ সালে বিশ্বসেরা সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন, সেই সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে।'

তিনি বলেন, 'বেঁচে থাকার অধিকার, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, নারী-পুরুষ সমঅধিকার, শিশুদের অধিকার, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং কৃষক-শ্রমিকের উন্নয়নসহ সবকিছুই সন্নিবেশিত আছে বাংলাদেশের সংবিধানে।'

স্পিকার বলেন, 'বাংলাদেশ মানবাধিকার সংরক্ষণে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে, যেখানে তাদের নিজ দেশে তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অনেক সংগ্রাম করেছেন। এদেশের মানুষের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তার সংগ্রাম বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত।'

তিনি বলেন, '২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯' প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকার ইতোমধ্যে কমিশনকে শক্তিশালী করতে জনবল ও বাজেট বরাদ্দ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে আশ্রয়ণ প্রকল্প, গুচ্ছগ্রামের মাধ্যমে ভূমি ও গৃহহীন অসহায় পরিবারের বসবাসের জন্য পাকা ঘর নির্মাণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অনন্য দৃষ্টান্ত।'

মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক শান্তি নীতি মেনে চলার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা যাবে উল্লেখ করে ড. শিরীন শারমিন বলেন, 'বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থায় মানবাধিকারের ক্ষেত্রটি বৈচিত্র্যময় ও সুবিস্তৃত হয়েছে। মানবাধিকারের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত, যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। জন্মের পর থেকেই মানুষ মানবাধিকারগুলো অর্জন করে থাকে। প্রতিটি দেশের সরকারের দায়িত্ব মানবাধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, টেকসই সামাজিক উন্নয়ন, মানবাধিকার যেন লঙ্ঘন না হয় ইত্যাদি বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে।'

বিআইআইএসএস-এর চেয়ারম্যান এম্বাসেডর কাজী ইমতিয়াজ হোসাইনের সভাপতিত্বে সেমিনারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাসিমা বেগম এনডিসি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন বিআইআইএসএস'র মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, সংসদ সদস্য অ্যারমা দত্ত, সিনিয়র হিউম্যান রাইটস এডভাইজর হুমা খান, প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান ও ইউএনএইচসিআরের সিনিয়র প্রটোকল অফিসার সুভাষ ওস্টি।

http://www.kholakagojbd.com/national/97839

দেশ রুপান্তর, ২৪ শে মার্চ ২০২২
মানবাধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ : স্পিকার

জনগণের মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে জানিয়েছেন স্পিকার ডশিরীন . শারমিন চৌধুরী। তিনি বলেছেন, '১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন।'

গতকাল বুধবার 'হিউম্যান রাইটস ইন দ্য টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি রেটরিক অ্যান্ড রিয়েলিটি :' শীর্ষক হাইব্রিড সেমিনারে এসব কথা বলেন স্পিকার। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ এ সেমিনারের আয়োজক। (বিআইআইএসএস)

সেমিনারে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাসিমা বেগম, বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান কাজী ইমতিয়াজ হোসেন, আরমা দত্ত এমপি, সিনিয়র হিউম্যান রাইটস অ্যাডভাইজর হুমা খান প্রমুখ।

https://www.deshrupantor.com/news-print/2022/03/24/351892

জনকন্ঠ, ২৪ শে মার্চ ২০২২
'মানবাধিকার সংরক্ষণে অঙ্গীকারাবদ্ধ বাংলাদেশ'

সংসদ রিপোর্টার ॥ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশ মানবাধিকার সংরক্ষণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ১৯৭২ সালে বিশ্বসেরা সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন, সেই সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের (বিআইআইএসএস) উদ্যোগে বুধবার রাজধানীর বিআইআইএসএস অডিটোরিয়ামে আয়োজিত 'হিউম্যান রাইটস ইন দ্য টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি : রেটরিক এ্যান্ড রিয়েলিটি' শীর্ষক হাইব্রিড সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে স্পীকার এসব কথা বলেন। স্পীকার বলেন, বেঁচে থাকার অধিকার, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, নারী-পুরুষের সমানাধিকার, শিশুদের অধিকার, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং কৃষক-শ্রমিকের উন্নয়নসহ সবকিছুই সন্নিবেশিত আছে বাংলাদেশের সংবিধানে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে, যেখানে তাদের নিজ দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অনেক সংগ্রাম করেছেন। এদেশের মানুষের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর সংগ্রাম বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। তিনি বলেন, ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯' প্রণয়ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সরকার ইতোমধ্যে কমিশনকে শক্তিশালী করতে কমিশনের জনবল ও বাজেট বরাদ্দ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে আশ্রয়ণ প্রকল্প, গুচ্ছগ্রামের মাধ্যমে ভূমি ও গৃহহীন অসহায় পরিবারের বসবাসের জন্য পাকা ঘর নির্মাণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থায় মানবাধিকারের ক্ষেত্রটি বৈচিত্র্যময় ও সুবিস্তৃত হয়েছে। মানবাধিকারের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত, যা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। জন্মের পর থেকেই মানুষ মানবাধিকারগুলো অর্জন করে থাকে। প্রতিটি দেশের সরকারের দায়িত্ব মানবাধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ, টেকসই সামাজিক উন্নয়ন, মানবাধিকার যেন লঙ্ঘন না হয় ইত্যাদি বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক শান্তি নীতি মেনে চলার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা যাবে। বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান এম্বাসেডর কাজী ইমতিয়াজ হোসাইনের সভাপতিত্বে সেমিনারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাসিমা বেগম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/639221/মানবাধিকার-সংরক্ষণে-অঙ্গীকারাবদ্ধ-বাংলাদেশ/

Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)
March 23, 2022

Govt firmly committed to upholding human rights: Speaker

File Photo

DHAKA, March 23, 2022 (BSS) - Jatiya Sangsad (JS) Speaker Dr Shirin Sharmin Chaudhury today said the government is firmly committed to upholding human rights, the rule of law and constitutional governance in Bangladesh.

"The government, under the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, is firmly determined and committed to upholding human rights, the rule of law, non-discrimination and constitutional governance in Bangladesh and it established National Human Rights Commission in 2009," she said.

The speaker was speaking at a seminar on 'Human Rights in the 21st Century: Rhetoric and Reality', arranged by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS), at its auditorium in the capital.

Speaking as the chief guest, Dr Shirin reiterated that Bangladesh is strongly committed to advancing and safeguarding human rights and the fundamental freedom of its people.

She recalled the speech of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, which was delivered in the United Nations General Assembly in 1974 where Bangabandhu stated, "The very struggle of Bangladesh symbolised the universal struggle for peace and justice".

The speaker said since the independence, Bangladesh stands firmly by the side of the oppressed people of the world.

Chairman of the National Human Rights Commission (NHRC) Nasima Begum said since the establishment of the Commission, it has been working relentlessly to protect the inalienable fundamental human rights of all individuals and improve the standards of human rights in the country.

She said the performance of Bangladesh in some areas is praiseworthy.

According to the World Economic Forum, Bangladesh holds the topmost position in ensuring gender equality in South Asia seven times in a row, she added.

In his address, BIISS Director General Major General Mohammad Maksudur Rahman highlighted the importance of the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights in terms of protecting political, social, cultural, and economic rights.

Though the violation of human rights is a global concern, Bangladesh has been a shining example, he said, adding that it has played an exemplary role in the UN peacekeeping operations as well as provided shelter to more than one million forcibly displaced Rohingyas from Myanmar on humanitarian grounds.

Such humane gesture has been lauded by the UN and international community, he added.

BIISS Chairman Ambassador Kazi Imtiaz Hossain presided over the meeting, a BIISS press release said.

In his concluding remarks, Ambassador Kazi Imtiaz Hossain said despite being a developing country, Bangladesh has managed quite successfully to uphold its human rights protection and promotion records.

He further argued that although Bangladesh is not a signatory to the 1951 Refugee Convention nor its 1967 Protocol; Bangladesh sheltered and provided relief for over 10,00,000 Rohingyas fleeing Myanmar.

Therefore, Ambassador Imtiaz said, Prime Minister Sheikh Hasina has been honoured by the term "Mother of Humanity".

Huma Khan, Senior Human Rights Advisor for UN System, gave presentation on "Framework of Global Human Rights and Good Practices " while Professor Dr Mizanur Rahman, Director, BILIA and former Chairman, NHRC, presented a paper on "In the Twilight of Human Rights Law: Diversity and Social Justice in Perspective".

Shubhash Wostey, Senior Protection Officer, UNHCR, presented his paper on "International Protection and Human Rights" while Aroma Dutta, MP, on "Ensuring Rights for Invisible Communities".

Source: https://www.bssnews.net/news/51903

The Financial Express

March 24, 2022

Govt firm to uphold human rights: Speaker

Jatiya Sangsad Speaker Dr Shirin Sharmin Chaudhury has said the government is firmly committed to upholding human rights, the rule of law and constitutional governance in Bangladesh, reports BSS.

"The government under the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina is firmly determined and committed to upholding human rights, the rule of law, non-discrimination and constitutional governance in Bangladesh and it established National Human Rights Commission in 2009," she said.

The speaker was speaking at a seminar on 'Human Rights in the 21st Century: Rhetoric and Reality', organised by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) at its auditorium in the city on Wednesday.

Speaking as the chief guest, Dr Shirin reiterated that Bangladesh is strongly committed to advancing and safeguarding human rights and the fundamental freedom of its people.

She recalled the speech of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, which was delivered in the United Nations General Assembly in 1974 where Bangabandhu stated, "The very struggle of Bangladesh symbolised the universal struggle for peace and justice".

The speaker said since the independence, Bangladesh stands firmly by the side of the oppressed people of the world.

Chairman of the National Human Rights Commission (NHRC) Nasima Begum said since the establishment of the Commission, it has been working relentlessly to protect the inalienable fundamental human rights of all individuals and improve the standards of human rights in the country.

She said the performance of Bangladesh in some areas is praiseworthy.

According to the World Economic Forum, Bangladesh holds the topmost position in ensuring gender equality in South Asia seven times in a row, she added.

In his address, BIISS Director General Major General Mohammad Maksudur Rahman highlighted the importance of the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights in terms of protecting political, social, cultural, and economic rights.

Source: https://today.thefinancialexpress.com.bd/politics-policies/govt-firm-to-uphold-human-rights-speaker-1648054206

The New Nation
March 24, 2022

Govt committed to uphold human rights: Speaker

City Desk

Jatiya Sangsad (JS) Speaker Dr Shirin Sharmin Chaudhury on Wednesday said the government is firmly committed to upholding human rights, the rule of law and constitutional governance in Bangladesh.

"The government, under the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, is firmly determined and committed to upholding human rights, the rule of law, non-discrimination and constitutional governance in Bangladesh and it established National Human Rights Commission in 2009," she said.

The speaker was speaking at a seminar on 'Human Rights in the 21st Century: Rhetoric and Reality', arranged by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS), at its auditorium in the capital, reports BSS.

Speaking as the chief guest, Dr Shirin reiterated that Bangladesh is strongly committed to advancing and safeguarding human rights and the fundamental freedom of its people.

She recalled the speech of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, which was delivered in the United Nations General Assembly in 1974 where Bangabandhu stated, "The very struggle of Bangladesh symbolised the universal struggle for peace and justice".

The speaker said since the independence, Bangladesh stands firmly by the side of the oppressed people of the world.

Chairman of the National Human Rights Commission (NHRC) Nasima Begum said since the establishment of the Commission, it has been working relentlessly to protect the inalienable fundamental human rights of all individuals and improve the standards of human rights in the country.

She said the performance of Bangladesh in some areas is praiseworthy.

According to the World Economic Forum, Bangladesh holds the topmost position in ensuring gender equality in South Asia seven times in a row, she added.

In his address, BIISS Director General Major General Mohammad Maksudur Rahman highlighted the importance of the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights in terms of protecting political, social, cultural, and economic rights.

Though the violation of human rights is a global concern, Bangladesh has been a shining example, he said, adding that it has played an exemplary role in the UN peacekeeping operations as well as provided shelter to more than one million forcibly displaced Rohingyas from Myanmar on humanitarian grounds.

Such humane gesture has been lauded by the UN and international community, he added.

BIISS Chairman Ambassador Kazi Imtiaz Hossain presided over the meeting, a BIISS press release said.

In his concluding remarks, Ambassador Kazi Imtiaz Hossain said despite being a developing country, Bangladesh has managed quite successfully to uphold its human rights protection and promotion records.

He further argued that although Bangladesh is not a signatory to the 1951 Refugee Convention nor its 1967 Protocol; Bangladesh sheltered and provided relief for over 10,00,000 Rohingyas fleeing Myanmar.

Source: https://ep.thedailynewnation.com/2022/03/24/

The Daily Sun
March 24, 2022

Govt firmly committed to upholding human rights: Speaker

DHAKA, March 23, 2022: Jatiya Sangsad (JS) Speaker Dr Shirin Sharmin Chaudhury today said the government is firmly committed to upholding human rights, the rule of law and constitutional governance in Bangladesh.

"The government, under the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, is firmly determined and committed to upholding human rights, the rule of law, non-discrimination and constitutional governance in Bangladesh and it established National Human Rights Commission in 2009," she said.

The speaker was speaking at a seminar on 'Human Rights in the 21st Century: Rhetoric and Reality', arranged by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS), at its auditorium in the capital.

Speaking as the chief guest, Dr Shirin reiterated that Bangladesh is strongly committed to advancing and safeguarding human rights and the fundamental freedom of its people.

She recalled the speech of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, which was delivered in the United Nations General Assembly in 1974 where Bangabandhu stated, "The very struggle of Bangladesh symbolised the universal struggle for peace and justice".

The speaker said since the independence, Bangladesh stands firmly by the side of the oppressed people of the world.

Chairman of the National Human Rights Commission (NHRC) Nasima Begum said since the establishment of the Commission, it has been working relentlessly to protect the inalienable fundamental human rights of all individuals and improve the standards of human rights in the country.

She said the performance of Bangladesh in some areas is praiseworthy.

According to the World Economic Forum, Bangladesh holds the topmost position in ensuring gender equality in South Asia seven times in a row, she added.

In his address, BIISS Director General Major General Mohammad Maksudur Rahman highlighted the importance of the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights in terms of protecting political, social, cultural, and economic rights.

Though the violation of human rights is a global concern, Bangladesh has been a shining example, he said, adding that it has played an exemplary role in the UN peacekeeping operations as well as provided shelter to more than one million forcibly displaced Rohingyas from Myanmar on humanitarian grounds.

Such humane gesture has been lauded by the UN and international community, he added.

BIISS Chairman Ambassador Kazi Imtiaz Hossain presided over the meeting, a BIISS press release said.

In his concluding remarks, Ambassador Kazi Imtiaz Hossain said despite being a developing country, Bangladesh has managed quite successfully to uphold its human rights protection and promotion records.

He further argued that although Bangladesh is not a signatory to the 1951 Refugee Convention nor its 1967 Protocol; Bangladesh sheltered and provided relief for over 10,00,000 Rohingyas fleeing Myanmar.

Therefore, Ambassador Imtiaz said, Prime Minister Sheikh Hasina has been honoured by the term "Mother of Humanity".

Huma Khan, Senior Human Rights Advisor for UN System, gave presentation on "Framework of Global Human Rights and Good Practices " while Professor Dr Mizanur Rahman, Director, BILIA and former Chairman, NHRC, presented a paper on "In the Twilight of Human Rights Law: Diversity and Social Justice in Perspective".

Shubhash Wostey, Senior Protection Officer, UNHCR, presented his paper on "International Protection and Human Rights" while Aroma Dutta, MP, on "Ensuring Rights for Invisible Communities".

Source: https://www.daily-sun.com/post/611968/Govt-firmly-committed-to-upholding-human-rights:-Speaker

The Daily Observer
March 24, 2022
Govt firmly committed to upholding human rights: Speaker Shirin

Jatiya Sangsad (JS) Speaker Dr Shirin Sharmin Chaudhury on Wednesday said the government is firmly committed to upholding human rights, the rule of law and constitutional governance in Bangladesh.
"The government, under the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, is firmly determined and committed to upholding human rights, the rule of law, non-discrimination and constitutional governance in Bangladesh and it established National Human Rights Commission in 2009," she said.

The speaker was speaking at a seminar on 'Human Rights in the 21st Century: Rhetoric and Reality', arranged by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS), at its auditorium in the capital.

Speaking as the chief guest, Dr Shirin reiterated that Bangladesh is strongly committed to advancing and safeguarding human rights and the fundamental freedom of its people.
She recalled the speech of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, which was delivered in the United Nations General Assembly in 1974 where Bangabandhu stated, "The very struggle of Bangladesh symbolised the universal struggle for peace and justice".
The speaker said since the independence, Bangladesh stands firmly by the side of the oppressed people of the world.

Chairman of the National Human Rights Commission (NHRC) Nasima Begum said since the establishment of the Commission, it has been working relentlessly to protect the inalienable fundamental human rights of all individuals and improve the standards of human rights in the country.

She said the performance of Bangladesh in some areas is praiseworthy.

According to the World Economic Forum, Bangladesh holds the topmost position in ensuring gender equality in South Asia seven times in a row, she added.

In his address, BIISS Director General Major General Mohammad Maksudur Rahman highlighted the importance of the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights in terms of protecting political, social, cultural, and economic rights.

Though the violation of human rights is a global concern, Bangladesh has been a shining example, he said, adding that it has played an exemplary role in the UN peacekeeping operations as well as provided shelter to more than one million forcibly displaced Rohingyas from Myanmar on humanitarian grounds.

Such humane gesture has been lauded by the UN and international community, he added.
BIISS Chairman Ambassador Kazi Imtiaz Hossain presided over the meeting, a BIISS press release said.

In his concluding remarks, Ambassador Kazi Imtiaz Hossain said despite being a developing country, Bangladesh has managed quite successfully to uphold its human rights protection and promotion records.

He further argued that although Bangladesh is not a signatory to the 1951 Refugee Convention nor its 1967 Protocol; Bangladesh sheltered and provided relief for over 10,00,000 Rohingyas fleeing Myanmar.

Therefore, Ambassador Imtiaz said, Prime Minister Sheikh Hasina has been honoured by the term "Mother of Humanity".

Huma Khan, Senior Human Rights Advisor for UN System, gave presentation on "Framework of Global Human Rights and Good Practices " while Professor Dr Mizanur Rahman, Director, BILIA and former Chairman, NHRC, presented a paper on "In the Twilight of Human Rights Law: Diversity and Social Justice in Perspective".

Shubhash Wostey, Senior Protection Officer, UNHCR, presented his paper on "International Protection and Human Rights" while Aroma Dutta, MP, on "Ensuring Rights for Invisible Communities". –BSS

Source: https://www.observerbd.com/news.php?id=358585